উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৯ ফাল্গুন ১৪২৫ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 14 March 2019 Thursday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

দেশনায়কের পথে

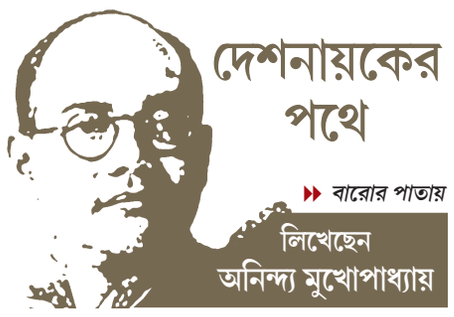

▸▸ বারোর পাতায়

লিখেছেন অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়

পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয়
বিশ্বের বৃহত্তম সর্বাধিক সফল বিবাহ প্রতিষ্ঠান
তথ্যকেন্দ্র
১০ গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট, কলকাতা ৭০০০৬৯
রাজ ভবনের সামনে, ফোন- ০৩৩ ২২৪৮৪৪৬৭
E-mail : tathyakendra@hotmail.com

RAY & MARTIN®
ULTIMATE JEXPO
দশ বছরের প্রশ্নোত্তর
Master Stroke
১০০ নম্বরের
Mock Test Papers

সব বুথকে স্পর্শকাতর ঘোষণার দাবি

▸▸ কমিশনের দরজায় বিজেপি

▸▸ আমরা ভীত নই : মমতা

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৩ মার্চ : পঞ্চায়েত নির্বাচনে বেনজির হিংসার স্মৃতি ভোলেনি বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনে তার পুনরাবৃত্তি হবে না, এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাজ্যে নির্বাচন সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও অবাধ করতে আগেভাগে কমিশনের দ্বারস্থ হয়ে এই নিয়ে অভিযোগ জানাল বিজেপি। বুধবার কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনে গিয়ে দেখা করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে। রবিশংকর ছাড়াও ওই দলে ছিলেন ভূপেন্দ্র যাদব, কৈলাস বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায় সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বিজেপির একাধিক নেতা। কমিশনের সঙ্গে প্রায় চল্লিশ মিনিট বৈঠকের পর আইনমন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদ সাংবাদিকদের বলেন, 'বাংলার ইতিহাসে শান্তিপূর্ণ ভোটের নজির নেই। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে শাসকদলের হিংসার বলি হয়েছেন একশোরও বেশি মানুষ। চলেছে অবাধ রিগিং, ছাপ্পা। জয়ী বিরোধী প্রার্থীরা রাজ্যে ঢোকার সাহস পাচ্ছেন না। এমনকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি সভাপতি সহ বহু শীর্ষনেতা রাজ্যে প্রচারে গিয়ে হেনস্তার শিকার হচ্ছেন। তাঁদের হেলিকপ্টারকে নামতে দেওয়া হচ্ছে না।' রবিশংকর বলেন, নির্বাচন কমিশনের কাছে রাজ্যের প্রতিটি বুথকে স্পর্শকাতর ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। তাঁর বক্তব্য, গোটা রাজ্যই অত্যন্ত 'স্পর্শকাতর'। বিজেপির এই দাবিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতায় তিনি বলেন, 'বাংলা শান্তিপূর্ণ। দেশজুড়ে গণতন্ত্র ধ্বংস করা হচ্ছে। আর এরাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রয়েছে। সেটা সম্ভব হয়েছে আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলেই।' তাঁর অভিযোগ, 'দেশরক্ষার স্বার্থে নয়, বিজেপি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ব্যবহার করছে দলীয় নেতাদের বাঁচাতে ও আড়াল করতে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, সর্বভারতীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা, মুকুল রায়দের মতো নেতাদের ঘিরে রাখে কেন্দ্রীয় বাহিনীই।'

অন্যদিকে, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য সমস্ত বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্যে অবিলম্বে আধা-সামরিকবাহিনী বলবৎ করার দাবি জানিয়েছে বিজেপি। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকে সতর্ক করে বিজেপি বলেছে যে, রাজ্যের হালহকিকত বুঝতে রাজ্য সরকারের পাঠানো রিপোর্টে যেন ভরসা না করে কমিশন। এহেন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের রিপোর্টের ভিত্তিতেই যেন যথাযথ পদক্ষেপ করা হয়। বিজেপির অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসনের একাংশ মমতা ঘনিষ্ঠ। তাঁদের বদলি করা হোক। কমিশন যেন রাজ্যের প্রশাসনিক মহলের হস্তক্ষেপে ভরসা না রাখে। বাংলায় আলাদা করে 'মিডিয়া অবজার্ভার' নিয়োগের দাবি জানিয়েছে বিজেপি।

বিজেপির এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মমতা বলেন, 'বিজেপি পেশিশক্তি ও অর্থ বলের ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু বিজেপি যেন মনে রাখে আমরা ভীত নই। আমাদের শক্তি হল জনবল। দলের স্তম্ভ হল নেতা ও কর্মীরা। বিজেপির কোনোটাই নেই। তাই বিজেপিকে আমরা রাজনৈতিক দল বলেই মনে করি না। ওটা শুধু সাম্প্রদায়িক দল নয়, খুনেদের দল।' মমতার বক্তব্য, 'এরপর দেখব বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে হুমকি দিচ্ছে তাদের জন্য ভোট নিয়ে আসতে। বাংলাকে বারবার অপমান করছে বিজেপি। এর যোগ্য জবাব দেবেন বাংলার মানুষ।' সাত দফায় নির্বাচন নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বকে কটাক্ষ করে তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'সাতে সাত, বিজেপি হবে কুপোকাত। ফুল নেই ফল নেই পাতা নেই ছাতা নেই। শুধু বালিশ পেতে নালিশ করে যাচ্ছে।'

অন্যদিকে দিল্লিতে আলাদা সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপি নেতা মুকুল রায় বলেন, 'ভোটারলিস্ট নিয়ে বহু জালিয়াতি হয়েছে। তাই রাজ্য প্রশাসনের উপর ভরসা করা যায় না। আমরা এমন কিছু অফিসারের তালিকা কমিশনকে দিয়েছি, যাঁদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।' জানা গিয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার ও প্রাক্তন ডিজি সুরজিৎ করপুরকায়স্থের নাম। রাজ্যের প্রাক্তন ডিজির নাম না নিয়ে তাঁকে কটাক্ষ করে মুকুল বলেন, বাম জমানায় নির্বাচনের সময় সরকারি স্পেশাল ডিউটি অফিসার চয়ন মুখোপাধ্যায়কে রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঢুকতে নিষেধ করেছিল কমিশন। সুরজিতের ক্ষেত্রেও তেমনটি হওয়া উচিত বলে মনে করেন মুকুল।

দিনের দিনই বাড়ি
ডিসান শিলিগুড়ির আউটডোরে বুকিং আগেই করেছিলাম। সকালে নিউরো ডাক্তার দেখালাম। উনি কিছু রক্তের টেস্ট আর MRI দিলেন। টেস্ট করিয়ে ওনাকে আবার রিপোর্ট দেখিয়ে ডিসান থেকে ওষুধ কিনে সেইদিনই বাড়ি ফিরলাম। এই দিনের দিন সার্ভিসকে ডিসান "ফাস্ট ট্র্যাক আউটডোর" নাম দিয়েছে।
পরিমল মোদক - জলপাইগুড়ি
DESUN HOSPITAL SILIGURI
BOOKING 90736 92687 96740 19660

ভোট বাংলা

> সাতে সাত, বিজেপি হবে কুপোকাত। ফুল নেই ফল নেই পাতা নেই ছাতা নেই। শুধু বালিশ পেতে নালিশ করে যাচ্ছে।
> –মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বুধবার কলকাতায় দলের প্রার্থীদের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

সরলেন হরকা, প্রার্থী বাছতে হিমসিম জোট

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : প্রার্থী ঘোষণার আগেই ১৫ দলের বিরোধী জোটে সমস্যা শুরু হয়ে গিয়েছে। সিপিআরএম আগ বাড়িয়ে প্রার্থী ঘোষণা করার পর বুধবার জন আন্দোলন পার্টিও (জাপ) এই জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। এই অবস্থায় এদিনও জোটের প্রার্থী নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। জিএনএলএফ জানিয়েছে, আগামী শুক্রবার দলের স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠক হবে। তার পরেই দলীয় অবস্থান জানানো হবে।

সমতলে সিপিএম, কংগ্রেস এবং পাহাড়ে জিএনএলএফ, সিপিআরএম, জাপ সহ ১৫টি দল মিলে জোট করে প্রার্থী দেওয়ার চিন্তাভাবনা নিয়েই একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি গত এক মাস ধরে আলোচনা চালাচ্ছে। তারই মাঝে তিনদিন আগে সিপিআরএম হঠাৎই দলীয় প্রার্থী হিসাবে প্রাক্তন সাংসদ রত্নবাহাদুর রাইয়ের নাম ঘোষণা করে দেয়। সেই

দার্জিলিং লোকসভা

ঘটনার পরেই জোটের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। সিপিএম, কংগ্রেসের পাশাপাশি পাহাড়ের দলগুলিও সিপিআরএমের এই ঘোষণাকে ভালোভাবে নেয়নি।

সিপিআরএম অবশ্য জানিয়েছিল, দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু জোটগতভাবে যদি এর চেয়ে ভালো কোনো প্রার্থী দেওয়া হয় তাহলে তারা দলীয় প্রার্থী তুলে নেবে। কিন্তু মঙ্গলবার রাত থেকে ফের চাউর হয় মহেন্দ্র পি লামা অথবা মণীশ তামাংকে প্রার্থী করতে চাইছে জিএনএলএফ। যদিও বুধবার দলের সম্পাদক মহেন্দ্র ছেত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এমন কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এটা ভুল প্রচার হচ্ছে। এরই মধ্যে বুধবার সকালে কালিম্পংয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে জাপ সভাপতি ডঃ হরকাবাহাদুর ছেত্রী জানিয়ে দেন, দল বিরোধী জোট থেকে সরে আসছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জাপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না। কিন্তু এর কারণ হিসাবে তিনি কোনো ব্যাখ্যা দেননি। তবে, হরকাবাহাদুরের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরেই জাপের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। দলের প্রথম সারির নেতাদের একাংশের বক্তব্য, একক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দলের সভাপতি। তাঁর এই সিদ্ধান্ত তৃণমূলকেই সুবিধা পাইয়ে দেবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই হরকাবাহাদুর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা সেই প্রশ্নও উঠছে জাপের অন্দরে।

যদিও হরকাবাহাদুর ছেত্রী বলেন, 'যা বলার সকালেই বলেছি। এসব নিয়ে আমি আর কিছু বলব না।' সিপিআরএমের মুখপাত্র গোবিন্দ ছেত্রী বলেন, 'আমরা চাই দ্রুত জোট প্রার্থী নিয়ে সিদ্ধান্ত হোক। এদিনই প্রার্থী চূড়ান্ত করার কথা ছিল। কিন্তু জিএনএলএফ আরও দু'দিন সময় নিয়েছে। আমরা ১৫ মার্চ পর্যন্ত অপেক্ষা করব।'

নবম শ্রেণিতে অঙ্কে শূন্য থেকে দশ, উদ্‌বেগ বাড়ছে শিক্ষামহলে

সাগর বাগচী ● শিলিগুড়ি

১৩ মার্চ : বিভিন্ন সরকারি সামাজিক প্রকল্প রূপায়ণে ব্যস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। স্কুলে ক্লাস নেওয়ার বদলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকছেন কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজসাথী সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের কাজে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন। যার প্রভাব দেখা যাচ্ছে নবম শ্রেণির ফলাফলেও। অন্যান্য জায়গার মতো শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয়গুলিতেও একই সমস্যা সামনে উঠে আসছে। এমন পরিস্থিতিতে সরকারি প্রকল্পের কাজ থেকে শিক্ষকদের অব্যাহতি দেওয়ার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় জুনিয়ার ও হাই মিলে প্রায় ১১০টি বিদ্যালয় রয়েছে। গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি শহরাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির পঠনপাঠনের মানও নীচের দিকে। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির বাঘা যতীন বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক প্রবীরকুমার দত্ত বলেন, 'সরকারি প্রকল্পের কাজের জন্য পঠনপাঠন ব্যাহত হচ্ছে। যার প্রভাব ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফলে অনেকটাই প্রকাশ পাচ্ছে। কেননা অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন যাঁরা স্কুল চলাকালীন এইসব কাজে ব্যস্ত থাকেন। এই কাজের জন্য আলাদা করে কেউই সময় দিতে চান না। এমনিতেই বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কম। তার ওপর ক্লার্ক পদে কর্মী নেই। এমন পরিস্থিতিতে অন্যান্য কাজের সঙ্গে সরকারি প্রকল্পগুলির কাজ আমাদের কাছে বাড়তি চাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু করতে বাধ্য হচ্ছি। এই কাজগুলি করার জন্য বাড়তি কর্মী নিয়োগ করলে ভালো হয়, যাঁরা বছরভর এই কাজ করতে পারবেন। নবম শ্রেণিতে আমাদের ১৩৯ জন পড়ুয়া রয়েছে, যাদের মধ্যে ২৪ জন একেবারে ফেল করেছে। আরও অনেক পড়ুয়া রয়েছে যাদের কোনোরকমে পাস করিয়ে দশম শ্রেণিতে তুলতে হয়েছে। কেননা তারা এই ক্লাসে থেকে গেলে নতুনদের জায়গা দেওয়া যায় না। কিন্তু সেই ছাত্রছাত্রীরা ঠিক করে অক্ষরও চেনে না।'

বিষয়টি নিয়ে অমিয় পালচৌধুরি স্মৃতি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নবারুণ চৌধুরি বলেন, 'বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ৯০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৭৬ জন অঙ্কে শূন্য থেকে দশের মধ্যে পেয়েছে। অনেক ছাত্রছাত্রী রয়েছে যারা রিডিং পড়তে পারে না। পড়ুয়াদের একটি বড়ো অংশ আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে এসেছে। এই পরিবারের পড়ুয়াদের পঠনপাঠনের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।' এবিষয়ে এবিটিএ-র দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিশ্বনাথ দত্ত বলেন, 'বিদ্যালয়গুলি এখন সামাজিক প্রকল্প রূপায়ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সাধারণের জন্য যে বিদ্যালয়গুলি রয়েছে তা তুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সিলেবাসের মান অনেক নীচে নামিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এখন কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, মাইনরিটি গ্রান্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন তথ্য দেওয়া সহ শিক্ষাবহির্ভূত কাজকর্ম করতে হচ্ছে। শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও অনেক মানুষ সরকারি বিদ্যালয়গুলি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন। ছাত্রছাত্রীদের ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য ছাত্র-শিক্ষক যে অনুপাত হওয়া প্রয়োজন তা জেলা তো বটেই, রাজ্যে কোথাও নেই। এমনভাবে চললে শিক্ষার মান আরও খারাপ হবে।'

জাল লাইসেন্স দেখিয়ে অস্ত্র রাখায় গ্রেফতার ব্যবসায়ী

শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ : জাল লাইসেন্স দেখিয়ে অস্ত্র রাখা এবং ভুয়ো নথি পেশ করার অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেস ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী সুব্রত সাহা (কালা) সহ তিনজনকে গ্রেফতার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে এই তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। বুধবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে পুলিশের আবেদন মেনে বিচারক ১০ দিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেছেন। এই ঘটনায় শহরের রাজনৈতিক মহলে তীব্র গুঞ্জন ছড়িয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি তথা পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব বলেন, 'আইন আইনের মতো চলবে। কেউ কিছু বেনিয়ম করে থাকলে পুলিশ নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে। আমার এবিষয়ে কিছু বলার নেই।'

মঙ্গলবার রাতে মাটিগাড়া থানার পুলিশ সুব্রত সাহা, পরিমল সরকার এবং মনোরঞ্জন সাহাকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রের খবর, এই তিনজনই রিভলভার ব্যবহার করেন। রিভলভারের লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তিনজনই রিভলভারের লাইসেন্স পুনর্নবীকরণের জন্য শিলিগুড়ি পুলিশের কাছে জমা দেন। সেই আবেদনপত্রের সঙ্গে তাঁরা তাঁদের ব্যবহৃত বন্দুকের পুরোনো লাইসেন্সের কপি সহ অন্য নথিও জমা দেন। তিনটি নথিই ছিল নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরের। সেই নথি খতিয়ে দেখতে গিয়ে পুলিশ নাগাল্যান্ড সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। নাগাল্যান্ড থেকে শিলিগুড়ি পুলিশকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় সুব্রত সাহা বলে কোনো নামে রিভলভারের লাইসেন্স ইশ্যুই হয়নি। অর্থাৎ সুব্রতর লাইসেন্স যে পুরোপুরি জাল তা নিশ্চিত হয়ে যায় পুলিশ। পাশাপাশি, পরিমল সরকার এবং মনোরঞ্জন সাহা লাইসেন্সের জন্য নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর পুলিশের কাছে যে নথি জমা দিয়েছেন সেটিও আসল নয়। কেননা স্থায়ী ঠিকানা শিলিগুড়ির দিলেও বর্তমান ঠিকানা ডিমাপুরের বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোনো দিনই এই দুজন সেখানে বসবাস করেননি। অর্থাৎ নাগাল্যান্ড পুলিশকেও সম্পূর্ণ ভুয়ো তথ্য দিয়ে এই দুজন রিভলভারের লাইসেন্স পেয়েছেন। এই ঘটনার পরেই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ তিনজনের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা দায়ের করে। মাটিগাড়া থানায় এই মামলা করা হয়। মঙ্গলবার রাতে পুলিশ তিনজনকেই গ্রেফতার করে মাটিগাড়া থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ মনে করছে, ভুয়ো নথি দিয়ে রিভলভারের লাইসেন্স বের করে দেওয়ার কোনো চক্র শিলিগুড়ি বা উত্তরবঙ্গে সক্রিয় থাকতে পারে। এমনকি, আরও এমন অনেক ভুয়ো লাইসেন্স এই অঞ্চলে থাকার সম্ভাবনাও রয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সে ব্যাপারে আরও কিছু তথ্য বের করতে চাইছে পুলিশ। সেই জন্যই তিনজনকে বুধবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করে ১০ দিনের রিমান্ড চায় মাটিগাড়া থানা। দু'পক্ষের সওয়াল জবাব শোনার পরে পুলিশের আবেদন মঞ্জুর করা হয়। সরকারি আইনজীবী সুদীপ রায়বাসুনিয়া জানিয়েছেন, এদিন শিলিগুড়ির এসিজেএম সুজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তিনজনকেই ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সুব্রত সাহা গ্রেফতার হওয়ায় শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মহলে তীব্র গুঞ্জন ছড়িয়েছে। এই সব ব্যবসায়ীকে কেন দলের মিটিং, মিছিলে বেশি গুরুত্ব দিয়ে সামনের সারিতে রাখা হয় তা নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

আদালতের পথে ধৃত ব্যবসায়ী সুব্রত সাহা।

নজরকাড়া

অসমে বিজেপির জোটে অগপ
▸▸ বারোর পাতায়

রাহুল-মমতাকে টুইট মোদির
▸▸ বারোর পাতায়

হারের হ্যাটট্রিকে সিরিজ হাতছাড়া
▸▸ ষোলোর পাতায়

কাঁচা পাতা নিয়ে টি বোর্ডের গাইডলাইন

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৩ মার্চ : তৈরি চায়ের গুণমান নিশ্চিত করতে শুখা মরশুমে টানা দু'মাস কাঁচা পাতা তোলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি ছিলই। মরশুম চালু হতে ফার্স্ট ফ্লাশের কাঁচা পাতা কোন পদ্ধতিতে উৎপাদনের কাজে লাগাতে হবে, সেটাও জানিয়ে দিল টি বোর্ড। পাবলিক নোটিশ জারি করে কাঁচা পাতার ট্রিটমেট বা ব্যবহার সংক্রান্ত ওই নির্দেশিকা বাগানগুলিকে জানানো হয়েছে।

টি বোর্ড বাগানগুলিকে জানিয়ে দিয়েছে, কাঁচা পাতার মান বা বৈশিষ্ট্য কীরকম হবে, তা নিয়মিত বোর্ডের পক্ষ থেকে যেমন জানিয়ে দেওয়া হয় সেটাই বাগানগুলিকে মেনে চলতে হবে। বাগান থেকে পাতা তোলার পর তা ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যেতে হবে দিনে অন্তত দু'দফায়। চা মহল জানাচ্ছে, বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলিতে কাঁচা পাতা গাড়িতে ঠাসাঠাসি করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একবারেই নিয়ে আসার রেওয়াজ রয়েছে। এরফলে পাতার মান খারাপ হয়। টি বোর্ড ঠিক এই বিষয়টিতেও রাশ টানতে চাইছে। এছাড়াও ট্রাক, ট্র্যাক্টর বা পিকআপ ভ্যানের মতো গাড়িতে

কাঁচা পাতা তোলার পর ট্র্যাক্টরে ওঠানোর আগে ওজন করা হচ্ছে। –সংবাদচিত্র

স্তূপ করে কাঁচা পাতা নিয়ে আসার পরিবর্তে পাতা বহনের ব্যাগে করে নিয়ে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাও ওই ব্যাগগুলি গাড়িতে তিনটি স্তরের বেশি রাখা যাবে না। প্লাকিং বা পাতা তোলার পর তা যথাসময়ের মধ্যেই যাতে ফ্যাক্টরিতে চলে আসে সেটাও সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। কাঁচা পাতার পরিবহণ যাতে ফ্যাক্টরিগুলির মাধ্যমেই করা হয়ে থাকে সেটাও জানানো হয়েছে।

বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি যাতে বিবর্ণ, কোঁচকানো বা খুঁতযুক্ত পাতা না নেয় তেমন নির্দেশও দিয়েছে টি বোর্ড। ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এফএসএসএআই)-র গাইডলাইন মেনে চলা ও রাসায়নিক ব্যবহারের ওপর টি বোর্ড অনুমোদিত রাসায়নিকই যাতে ব্যবহার করা হয়, তা মেনে চলার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাবলিক নোটিশে বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যেকোনো সময় টি বোর্ড বাগানগুলি থেকে

এরপর আটের পাতায়

নিমেষের সিদ্ধান্তে ঈশ্বর হয়ে রইলেন সুধাকরবাবু

আলিপুরদুয়ার জংশন ও রাজাভাতখাওয়া স্টেশনের মাঝে রেললাইন পার হচ্ছে হাতির দল। –সংবাদচিত্র

চাঁদকুমার বড়াল

১৩ মার্চ : বুধবারের সকাল দেখল পুনর্জীবনের এক অনন্য কাহিনি। একদল হাতির কাছে ঈশ্বর হয়ে এলেন এক ট্রেনচালক। আর পুনর্জন্মের অসাধারণ কাহিনির শুরু তখনই।

জঙ্গলঘেরা সুন্দরী ডুয়ার্সে তখনও সূর্যের আলো সেভাবে এসে পৌঁছায়নি। সবেমাত্র ঘুম ভাঙছে বনবস্তি এলাকার মানুষের। অন্যদিকে, জঙ্গলের বুক চিরে তখন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে চলছে যাত্রীদের নিয়ে। হঠাৎ করেই ছন্দপতন। একপাল হাতি তখন রেললাইন পার করছে আপন মনে। চালক অবশ্য বিপদ বুঝতে দেরি করেননি। ট্রেনের যাত্রী বা কারও কিছু বোঝার আগেই তিনি ইমারজেন্সি ব্রেক কষে বাঁচিয়ে দিলেন ১২ থেকে ১৪টি হাতির প্রাণ। তাও মাত্র ৫০ মিটার আগে। চালককে পুরস্কৃত করতে চলেছে রেল।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৫৭৬৮ ডাউন আলিপুরদুয়ার জংশন-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস এদিন সকাল ৬টা নাগাদ আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন থেকে ছাড়ে। রাজাভাতখাওয়া স্টেশন আসার আগেই সকাল ৬টা ১৫ মিনিট নাগাদ ট্রেনটির চালক দেখতে পান ১২ থেকে ১৪টি হাতির একটি দল রেললাইন পার হচ্ছে। চালক যখন দেখতে পেয়েছেন ট্রেন তখন হাতির দলটির খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। সকালের হয়তো প্রথম বড়ো সিদ্ধান্তটা নিতে দেরি করেননি তিনি। বড়ো দুর্ঘটনা ঘটার আগেই মুহূর্তের মধ্যে চালক ইমার্জেন্সি ব্রেক কষেন। হাতির দলটির মাত্র ৫০ মিটার আগে দাঁড়িয়ে যায় ট্রেনটি। রক্ষা পায় বনচারীরা।

১৫৭৬৮ ডাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনটির চালক সুধাকর শর্মা জানালেন, নির্দিষ্ট গতিতেই ট্রেন চালাচ্ছিলাম। হঠাৎ করেই দূর থেকে মনে হল রেললাইনে কিছু রয়েছে। আর কিছুটা এগোনোর পর দেখলাম ১২ থেকে ১৪টি হাতি দলবেঁধে লাইন পার হচ্ছে। তখন আর কিছু করার নেই। ইমারজেন্সি ব্রেক কষে ট্রেন দাঁড় করালাম। তারপর হাতিগুলো পার হওয়ার পর ট্রেন ছাড়ি। রাজাভাতখাওয়া স্টেশনে গিয়ে স্টেশনমাস্টারকে বিষয়টি জানাই। রেলের কনট্রোলেও জানাই। যাতে পরবর্তী ট্রেনগুলো ওই পথে আসার সময় দেখেশুনে আসে।

রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম চন্দ্রভীর রমন জানান, খুবই ভালো কাজ করেছেন ওই ট্রেনচালক সুধাকর শর্মা। তাঁকে পুরস্কৃত করবে রেল। আজ বড়ো দুর্ঘটনা হতে পারত। শুধু হাতির দলটিই নয়, ইমারজেন্সি ব্রেক করার ফলে ট্রেনটিও দুর্ঘটনায় পড়তে পারত। চালক দক্ষ হাতে প্রচুর যাত্রী সহ ট্রেনটিকে রক্ষা করেছেন। রাজ্যের বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন বলেন, 'ওই ট্রেনচালককে তাঁর কাজের জন্য সাধুবাদ জানাই। তিনি তাঁর কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করেছেন।'